শ্রমিক হত্যায় অপরাধী তোবা গ্রুপ এর এমডি'র শ্রমিকদের জিম্মি করে জামিন আদায়ের প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে নাগরিকদের যুক্ত বিবৃতি।

০৪ অগাস্ট ২০১৪।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, তোবা গ্রুপ এর এমডি দেলোয়ার হোসেন যিনি তাজরীন গার্মেন্টস এর ও মালিক ছিলেন, তিনি বর্তমানে তাজরীন গার্মেন্টস এর ১১২ জন শ্রমিককে ২০১২ সালে শাস্তিযোগ্য অবহেলার মাধ্যমে হত্যার দায়ে কারাগারে আটক আছেন। সেই মামলায় তাকে জামিনে মুক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে বিগত মে ২০১৪ থেকে মোট পাঁচটি কারখানার ১৬০০ শ্রমিককে বেতন দেয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। এক পর্যায়ে গত ২৬ জুন তোবা গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার মিতা, বিজিএমইএ প্রতিনিধি ফয়েজ আহমেদ ও রফিকুল ইসলামের উপস্থিতিতে আব্দুল আহাদ আনসারী লিখিতভাবে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছে মে মাসের মজুরি ৩ জুলাই এর মধ্যে, জুন মাসের মজুরি ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে এবং ঈদ বোনাস ও জুলাই মাসের ১৫ দিনের মজুরি ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তারা সে অঙ্গীকার রক্ষা করেন নাই। দাবি আদায়ের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হলে শ্রমিকগণ গত ২৮ জুলাই থেকে আমরণ অনশনের ডাক দেয়। এ পর্যন্ত শতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, অথচ মালিক পক্ষ ও রাষ্ট্রযন্ত্র বিকারহীন।

শ্রমিকদের দাবী, দেলোয়ার হোসেনের জামিনের জন্যে এতগুলো অনাহারী শ্রমিককে জিম্মি করা হয়েছে। শ্রম প্রতিমন্ত্রীর টেলিভিশনে প্রচারিত বক্তব্যে এই অভিযোগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিশ্চিতভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, দেলোয়ার হোসেন জামিনে মুক্ত হলে শ্রমিকের মজুরী প্রদানে আর কোন সমস্যা থাকবে না। আমরা মনে করি, এটি আমাদের দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটি চরম হুমকি। এর ফলে, বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১২ সালে তাজরীন গার্মেন্টস এ নিহত ১১২জন শ্রমিকের হত্যার বিচারও প্রশ্নের মুখে পড়বে বলে আমরা মনে করি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। দেলোয়ার হেসেনের বিরুদ্ধে হত্যা ও ১৬০০ শ্রমিকদের জিম্মি করার মত গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করি।

আমরা এই দাবিতে আগামীকাল ৫ আগষ্ট সকাল ১০টায় সুপ্রিম কোর্টের সামনে অনুষ্ঠিতব্য মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে সবাইকে যোগ দেবার আহবান জানাই।

স্বাক্ষরকারীগণঃ

১. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
২. সৈয়দ আবুল মকসুদ
৩. প্রকৌশলী শেখ মোঃ সহিদুল্লাহ
৪. স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

৫. সুলতানা কামাল
৬. খুশী কবির
৭. জেড আই খান পান্না
৮. আনু মুহাম্মদ
৯. নুর ল কবির
১০. ডঃ স্বাধীন মালিক
১১. আবু সাইদ খান
১২. স্থপতি ইকবাল হাবিব
১৩. ব্যারিস্টার এ,বি,এম, সিদ্দিকুর রহমান
১৪. ব্যারিস্টার এম, মইনুল ইসলাম
১৫. এডভোকেট রিয়াজ উদ্দিন খান
১৬. এডভোকেট জহির ল আলম বাবর
১৭. ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া